এক চরম বিদ্বেষীর সত্যের অকপট স্বীকারোক্তি

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর দাওয়াতুল আমীর পুস্তকের ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠায় বলেন:

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সম্পর্কে সে- যুগে মানুষ যে-ধরনের মনোভাব পোষণ করত, তদ্‌সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এটি এমন এক ব্যক্তির লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, যে পরে তাঁর চরম বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর দাবীর পর সে-ই সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ফতওয়া প্রদান করে। এই ব্যক্তি কোনো সামান্য মানুষ নয়; বরং, আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা ও কর্তা মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন বাটালভী সাহেব, যিনি মির্যা সাহেবের রচিত গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া' সম্পর্কে পর্যালোচনা লিখতে গিয়ে স্বীয় পত্রিকা 'ইশাআতুস সুন্নাহ্'-তে তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন:

'বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা মির্যা সাহেবের জীবন-চরিত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আমরা যতদূর জানি, সমসাময়িক লোকদের মধ্যে এমন মানুষ খুব কমই আছে, যারা এতটা জানে। লেখক এবং আমরা একই অঞ্চলের অধিবাসী; বরং জীবনের শুরু থেকেই (যখন আমরা কুরতুবী এবং শরাহ্ মুল্লাহ্ পড়তাম) তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর এবং আমার মাঝে পত্র-বিনিময়, দেখা-সাক্ষাত ও ভাবের আদান-প্রদান অব্যাহত আছে। তাই, আমাদের একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমরা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত।

আমার মতে এই গ্রন্থ (হযরত সাহেবের গ্রন্থ– বারাহীনে আহমদীয়া- অনুবাদক) এযুগে বিরাজমান পরিস্থিতির নিরিখে এমন এক গ্রন্থ , যার সমতুল্য রচনা ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি; আর ভবিষ্যতেও হবে কিনা জানা নেই। لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا (সূরা আত্ তালাক: ২)

এর প্রণেতা প্রাণ-সম্পদ, রচনাবলী ও বক্তৃতাসমূহ তথা স্বীয় পবিত্র-জীবনাচরণের মাধ্যমে ইসলাম-সেবায় এমন অবিচল প্রমাণিত হয়েছেন যে, এর দৃষ্টান্ত পূর্ববর্তী মুসলমানদের মধ্যে অতি বিরল।

আমার এসব কথাকে কেউ প্রাচ্যের অতিরঞ্জন মনে করলে আমাকে অন্তত এমন একটি গ্রন্থের নাম বলে দিক, যাতে ইসলামের সকল বিরোধী-সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে আর্য ও ব্রাহ্ম সমাজের এমন জোরালো খন্ডন থাকবে এবং ইসলামের এমন দু'চারজন সেবকের সন্ধানও দিক, যারা ধন-প্রাণ এবং কথা ও লেখার মাধ্যমে ইসলামের সাহায্যের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়া ছাড়াও আদর্শগত ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে দন্ডায়মান হয়েছেন। আর ইসলাম-বিরোধী ও ইলহামে অবিশ্বাসীদেরকে পাল্টা বীরত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলে থাকবেন, ইলহাম হওয়া সম্পর্কে যার সন্দেহ রয়েছে– সে আমার কাছে এসে এর অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করতে পারে; আবার এই অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ-দর্শনের স্বাদ বিজাতীয়দেরকেও আস্বাদন করিয়ে থাকবেন।' (ইশা'আতুস সুন্নাহ্, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১৬৯-১৭০)

(বাংলা ডেস্ক লন্ডন এর সৌজন্যে)